কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস অনার্স

3rd সেমিস্টার----CC 7

প্রশ্ন: আলাউদ্দিন খলজির বাজার নিয়ন্ত্রণ বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জানো লেখ। (১০)

উত্তর---ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের ইতিহাসে আলাউদ্দিন খলজী অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে চিহ্নিত। শাসক ও বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দিন খলজি কেবল শেরশাহ ও মুঘল সম্রাট আকবর কে বাদ দিলে ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। ঐতিহাসিক হ্যাভেল, এলফিনস্টোন,কে এস লাল প্রমূখ আলাউদ্দিন কে সুলতানি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক হ্যাভেল লিখেছেন---"Alauddin was far advanced of his he is reign of twenty years there are many parallels with the events of our own times."

1296 খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজী দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। সুলতান হিসেবে আলাউদ্দিনের কর্মময় জীবনের দৈর্ঘ্য ছিল কুড়ি বছর।

শাসন ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজির একটি মৌলিক পরিকল্পনা ছিল বাজার নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এর দ্বারা তিনি ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের নিশ্চয়তা এবং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সরকারি ভান্ডার থেকে অনুদান লাভের নিরাপত্তা বিধান করেন। বস্তুত আলাউদ্দিন খলজির বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদুরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা ছিল বাজার নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের মূলত জিয়াউদ্দিন বারানীর লেখা তারিখ ই ফিরোজশাহী এবং ফুতুহ ই জাহান্দারি গ্রন্থ এছাড়া আমির খসরুর লেখা খাজাইন উল ফুতুহ গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়।

1303 খ্রিস্টাব্দে চিতোর অভিযান এর পর আলাউদ্দিন খলজির অনুভব করেন সাম্রাজ্য সুরক্ষিত রাখতে হলে এক বিশাল সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। কিন্তু সেই সময়ে রাজকোষ ছিল শূন্য ছিল। এই অবস্থায় সেনাবাহিনীর জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য সুলতান ন্যায্যমূল্যের বাজার প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ওপর জোর দেন। এই উদ্দেশ্যেই সুলতান দিল্লি থেকে কয়েকটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

আলাউদ্দিন খলজী প্রতিষ্ঠিত বাজার গুলি হল মান্ডি বা শস্যবাজার, সেরা ই আদল বা ফল ওষুধ এবং বস্ত্র বাজার, দাস বাজার, এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার ইত্যাদি। এই সকল বাজারে দ্রব্যাদি সরবরাহ, বাজারের পরিচালনা, বিনিময় মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতির জন্য সুলতান একাধিক নির্দেশনা জারি করেন।

আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বাজারটি হলো মান্ডি বা শস্যবাজার। এই বাজারে খাদ্যশস্যের বিক্রি হতো। শস্য বাজার পরিচালনা, শস্য সরবরাহ, অন্যায় লেনদেন বন্ধ করা, পরিবহন সুনিশ্চিত করা ইত্যাদির জন্য একাধিক নির্দেশনামা জারি করা হয়। শস্য বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রক বা শাহানা ই মান্ডি হিসাবে এক বিশ্বস্ত সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। আলোচ্য সময়ে চালের দাম ছিল মণপ্রতি 5 জিতল, ডাল 5 জিতল, গম ৭.৫ (সাড়ে সাত জিতল) ইত্যাদি।

আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় বাজারটির নাম সেরা ই আদল বা ন্যায় ভবন। এই বাজারে বস্ত্র, চিনি, ঘি, মাখন, শুকনো ফল, জ্বালানি তেল বিক্রি হতো। বদায়ুন গেটের পাশে সবুজ প্রাসাদের সংলগ্ন মাঠে এই বাজার গড়ে তোলা হয়। এই বাজারের বিশেষ আইন ছিল। আইন লংঘন করলে কিংবা অর্ধেক জিতল

বেশি দামেও কোন জিনিস বিক্রি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করা হতো। ফেরিশতা লিখেছেন---"if any one open his packages elsewhere,his joints were to be opened with the swords."এক্ষেত্রে সুলতান বিভিন্ন বস্ত্র ও দ্রব্যাদির দাম নির্দিষ্ট করে তালিকা বাজারে টাঙিয়ে দেন। বস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা ছিল হিন্দু বণিকদের।

মান্ডি এবং সেরাই আদল ছাড়া আরো দুই ধরণের নিয়ন্ত্রিত বাজার আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি হলো ঘোড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদি পশু ও ক্রীতদাসদের বাজার একজন এবং অন্যটি হলো নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র বাজার। উৎকৃষ্ট ঘোড়ার মূল্য স্থির হয় 100 থেকে একশো কুড়ি টঙ্কা। মাঝারি মানের ঘোড়ার দাম হয় 80 থেকে 90 টঙ্কা।

আলাউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত চতুর্থ বাজারটি হলো সাধারণ বাজার। এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া যেত। ন্যায্যমূল্যে এবং সঠিক ওজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হত।

আলাউদ্দিনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার বাজার নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম খুব কমে গিয়েছিলো। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। জিয়াউদ্দিন বারানী লিখেছেন মঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন বাজার নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকর করেছিলেন। কারণ সুলতান চেয়েছিলেন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য এমন ভাবে এমন হারে নির্দিষ্ট করা হবে যাতে নির্দিষ্ট বেতনভোগী সৈন্যদের সুখী ও সুষ্ঠুভাবে জীবনধারন অসম্ভব না হয়। ঐতিহাসিক পি,শর্ত মনে করেন "সীমিত বেতনে সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দে রাখার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন মূল্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন "ঐতিহাসিক কে এস লাল এই বক্তব্যকে মেনে নিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ ক্ষেত্র বিতর্ক আছে ঠিকই তবে এই ব্যবস্থার ফলাফলকে নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক শরণ লিখেছেন----" আলাউদ্দিনের বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল অযৌক্তিক এবং অর্থনীতির নিয়মবহির্ভূত একটি প্রয়াস।" একইভাবে ঐতিহাসিক কে এস লাল মনে করেন বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সাধারণ ক্রেতা উপকৃত হয় নি, কিন্তু দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল উৎপাদন গোষ্ঠী ও বণিক সম্প্রদায়।

তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক লেনপুল আলাউদ্দিন খলজির অর্থনৈতির বিশ্লেষণ করে তাকে একজন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ বা political economist বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক ফেরিশতা মনে করেন এটি ছিল নিখুঁত ও স্মরণীয় সাফল্য। ফেরিশতা লিখেছেন----" It was a unique and remarkable like this had been accomplished before and no one can say weather it will be possible again."

Answer is contributed by: পার্থপ্রতিম পাত্র, জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজ